সামাজিক মানচিত্র ভিত্তিক কমিউনিটি মনিটরিং-রামগতি

স্যোশাল ম্যাপিং বা সামাজিক মানচিত্র

কোন অঞ্চলের পানি ও স্যানিটেশন সার্ভিস বা সেবার মান যাচাই করতে গেলে সার্ভিস সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীন অঞ্চলে পানি ও স্যানিটেশন সেবার প্রাপ্তি সম্পর্কে হাল-নাগাদ তথ্য পাওয়া খুবই কঠিন। ওয়াটারশেড প্রোগ্রাম একটি আন্তর্জাতিক কর্মসূচী যা বিভিন্ন জাতীয় এবং স্থানীয় সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন বা সিএসও'দের মাধ্যমে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এর মূল উদ্দেশ্য পানি ও স্যানিটেশন সার্ভিসকে টেকসই করা এবং সবার কাছে পৌছানো নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে ওয়াটারশেড প্রোগ্রামের ক্ষমতায়ন কর্মসূচির অংশ হিসাবে, কর্ম এলাকার নাগরিকদের মাধ্যমে স্থানীয় পানি ও স্যানিটেশন সেবার মান যাচাই ও মনিটরিং বা পরীবিক্ষন করা শুরু হয়। এরই অংশ হিসাবে, ২০১৯ এর শেষ দিকে ভোলা সদরের দুটি ইউনিয়ন (ভেদুরিয়া এবং ধনিয়া) স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা সোশ্যাল ম্যাপিং অনুশীলন শুরু করা হয়। একই অঞ্চলের আরেকটি জেলা লক্ষ্মীপুরে ওয়াটারশেড প্রোগ্রামের সম্প্রসারণের সাথে - রামগতি উপজেলার চর আলেকজান্ডার এবং চর বাদাম ইউনিয়নের ১৮ টি ওয়ার্ডে স্যোশ্যাল ম্যাপিং বা সামাজিক মানচিত্র অঙ্কন শুরু হয়। সামাজিক মানচিত্রে ওই এলাকার ভূগোলিক তথ্যের পাশাপাশি খানাগুলোতে ল্যাট্রিনের অবস্থা, সুপেয় পানির সরবরাহ, তার মান, স্থানীয় পানি সম্পদ, তার মান ইত্যাদি তথ্য চিত্রের মাধ্যমে দেখানোও হয় এবং নিয়মিত বিরতিতে পরীবিক্ষন করা হয়। এই প্রতিবেদনে, এই সামাজিক মানচিত্রগুলো থেকে পাওয়া মূল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। নিচের সামাজিক মানচিত্রটি চর আলেকজান্ডারের ২ নং ওয়ার্ডের।

ছবি ১: চর আলেকজান্ডারের ২ নং ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্র

কি জানা গেলো

নীচে প্রদত্ত বার ডায়াগ্রাম (চিত্র ২) থেকে দেখা যায় যে এই দুটি ইউনিয়নের আঠারটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের সংখ্যা বেশ কম। স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের গড় হার ২৯%। আঠারোর মধ্যে কেবল ছয়টি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের ৩০% এর বেশি কভারেজ রয়েছে। এগুলি হ'ল চর বাদাম ওয়ার্ড ৩,৬,৭ এবং চর আলেকজান্ডার ওয়ার্ড ৬,৭,৮। বিপরীতে দুটি ওয়ার্ডের কভারেজ উল্লেখযোগ্যভাবে কম । এই দুটি হলেন চর বাদাম ওয়ার্ড ২ এবং চর আলেকজান্ডার ওয়ার্ড ৯, এখানে কভারেজের হার যথাক্রমে ১৮% এবং ১৩%।প্রশ্ন করা যায়, 'স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন' সম্পর্কে সম্প্রদায়ের সদস্যদের ধারণা কী? সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাক্ষাত্কার থেকে জানা যায়, যদি কোন ল্যাট্রিনে ওয়াটার সীল, উপরের কাঠামো বা সুপারস্ট্রাকচার থাকে এবং দৃশ্যমান পরিচ্ছন্নতা থাকে তবে তাকে সবাই স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বলে ধরে নেয়[1]।

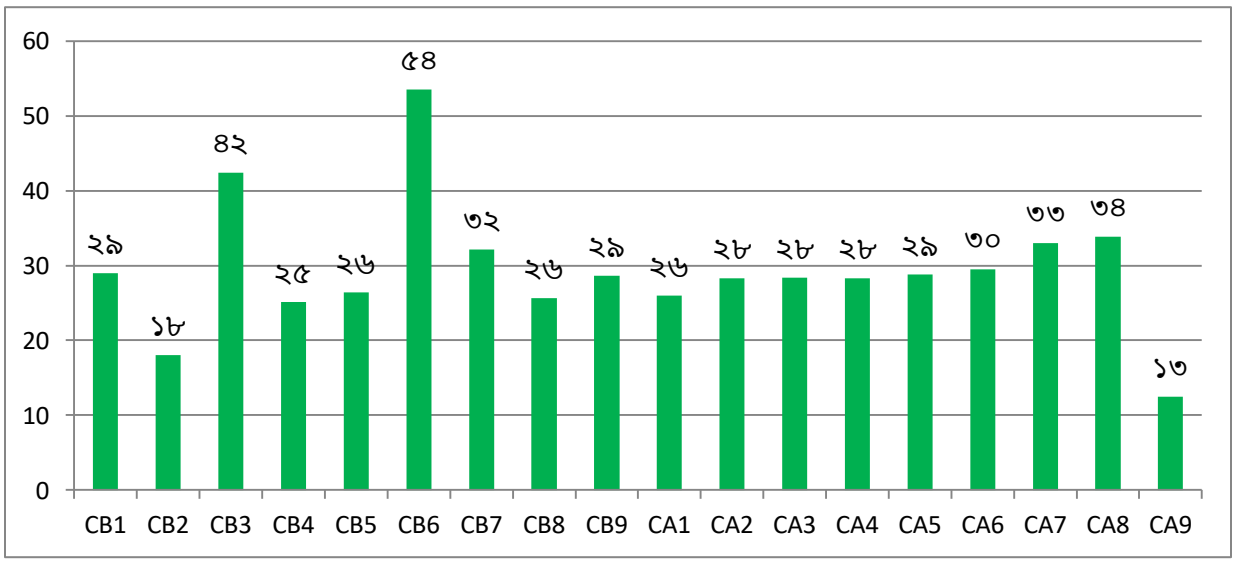

ছবি ২: প্রতি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনের শতকরা হার

প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের সামাজিক মানচিত্রের দিকে তাকালে পরিস্থিতি আরও ভাল করে বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ, অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিনগুলি তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এর একটি ভাগে রয়েছে শেয়ার্ড বা যৌথ ল্যাট্রিন। দৃশ্যমান প্রকৃতি অনুযায়ী, জেএমপি[2] সংজ্ঞা অনুসারে এদের বেসিক বলা যেতে পারে কিন্তু ২ বা ততোধিক পরিবার একটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সেই সব ল্যাট্রিন যাদের ওয়াটার সীল নেই বা ভাঙ্গা। এসব ল্যাট্রিনে অপরিচ্ছন্নতা দৃশ্যমান। তৃতীয় ভাগে রয়েছে খোলা ল্যাট্রিন। অনেক ক্ষেত্রে এদের শুধু একটি সুপারস্ট্রাকচার বা উপরিকাঠামো রয়েছে মাত্র। এদের উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।নিচের বার ডায়াগ্রামে (চিত্র ৩) প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে খোলা ল্যাট্রিনের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। তিনটি ওয়ার্ডে এ হার ১০% এরও বেশি। তারা হ'ল চর বাদাম ওয়ার্ড ৪, ৯ এবং চর আলেকজান্ডার ওয়ার্ড ৯। এই পরিবারগুলিতে স্থানীয় সরকার বা অন্য কোন উৎস থেকে ল্যাট্রিন বরাদ্দের জন্য লবি এবং অ্যাডভোকেসি প্রয়োজন। অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহারকারি পরিবারের জন্য, সচেতনতা সৃষ্টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

[1] CB-চর বাদাম, CA- চর আলেকজান্ডার
[2] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম

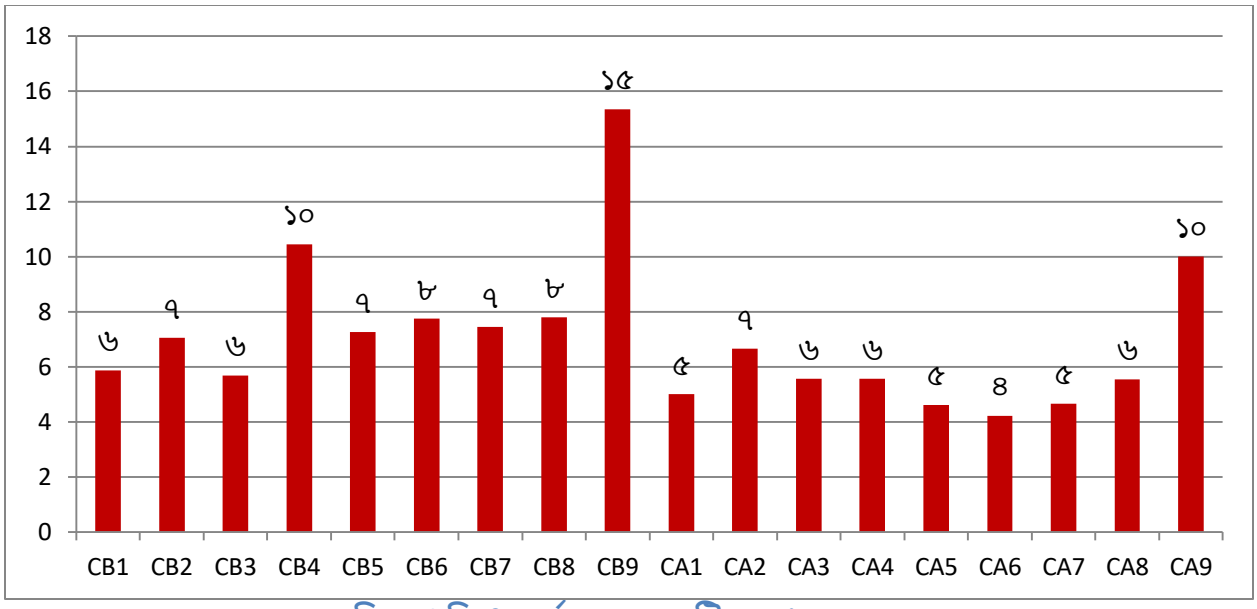

ছবি ৩: প্রতি ওয়ার্ডে খোলা ল্যাট্রিনের শতকরা হার

এবার স্থানীয় পুকুরের পানির মান দেখা যাক। এই দুটি ইউনিয়নের ওয়ার্ডগুলোতে গড়ে ১৩০ টি পুকুর রয়েছে। এই পুকুরগুলো সুপেয় পানি ব্যতিত, পানির অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে পারে। তবে স্থানীয় সিএসও সদস্য ও অধিবাসীরা সামাজিক মানচিত্র অঙ্কনের সময় এই পুকুরগুলির পানির গুণমান সম্পর্কে আলোচনা করে দেখেন যে মাত্র ২৫% পুকুরের ভাল মানের পানি রয়েছে (চিত্র ৪)। বাকি পুকুরগুলোতে ঠিক ভাবে পানি সংরক্ষন হয় না ফলে পানি নষ্ট হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায়, স্থানীয় জনগন এ পানির উপযোগ ও মূল্য সম্পর্কে সচেতন নয়। এদের মাঝে সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে পানির বিকল্প উৎস গঠন সম্ভব। এটি স্থানীয় পর্যায়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ন অংশ।

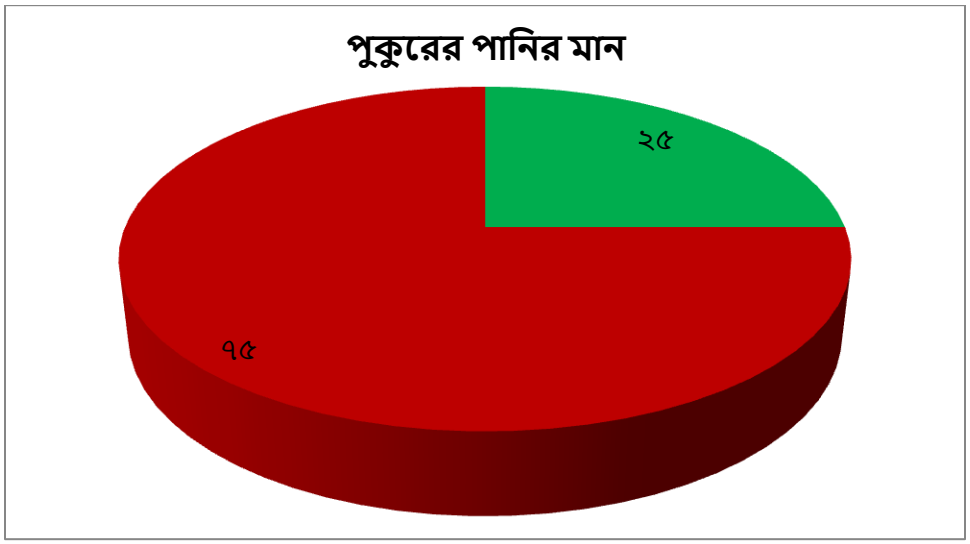

ছবি ৪:পুকুরের পানির মান

ভূগর্ভস্থ পানি এই দুটি ইউনিয়নের পানীয় জলের প্রাথমিক উৎস। এখানের অধিকাংশ নলকূপ অগভীর স্তর থেকে পানি তোলে। অল্প কিছু নলকূপ গভীর। ১৮ টি ওয়ার্ডের মানচিত্র থেকে দেখা যায় যে গড়ে প্রতি

২১ টি পরিবারের জন্য একটি কার্যকর নলকূপ রয়েছে। এর বাইরে অনেক অকার্যকর নলকূপ রয়েছে।এগুলো বিভিন্ন কারনে অকার্যকর। কোন কোনটি পানির স্তরে দুষনের কারনে কার্যকর নয়। এর বাইরে অনেকগুলোই যান্ত্রিক কারনে অকার্যকর। ১৮ টি ওয়ার্ডে মোট নলকূপের ২৬%ই অকার্যকর নলকূপ (চিত্র ৫)। এর বাইরে অনেক নলকূপের পাকা প্ল্যাটফর্ম নেই। ফলে এ থেকে দুষিত পানি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মোট সংখ্যার ৩৯% নলকূপের পাকা প্ল্যাটফর্ম নেই। এ থেকে স্পষ্ট যে আরও নলকূপের প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে কার্যকর নলকূপের সংখ্যা ও অবস্থান দেখে ওয়ার্ড ভিত্তিক চাহিদার ভিত্তিতে আরও নলকূপ বরাদ্দের জন্য লবি ও এডভোকেসী করা দরকার।

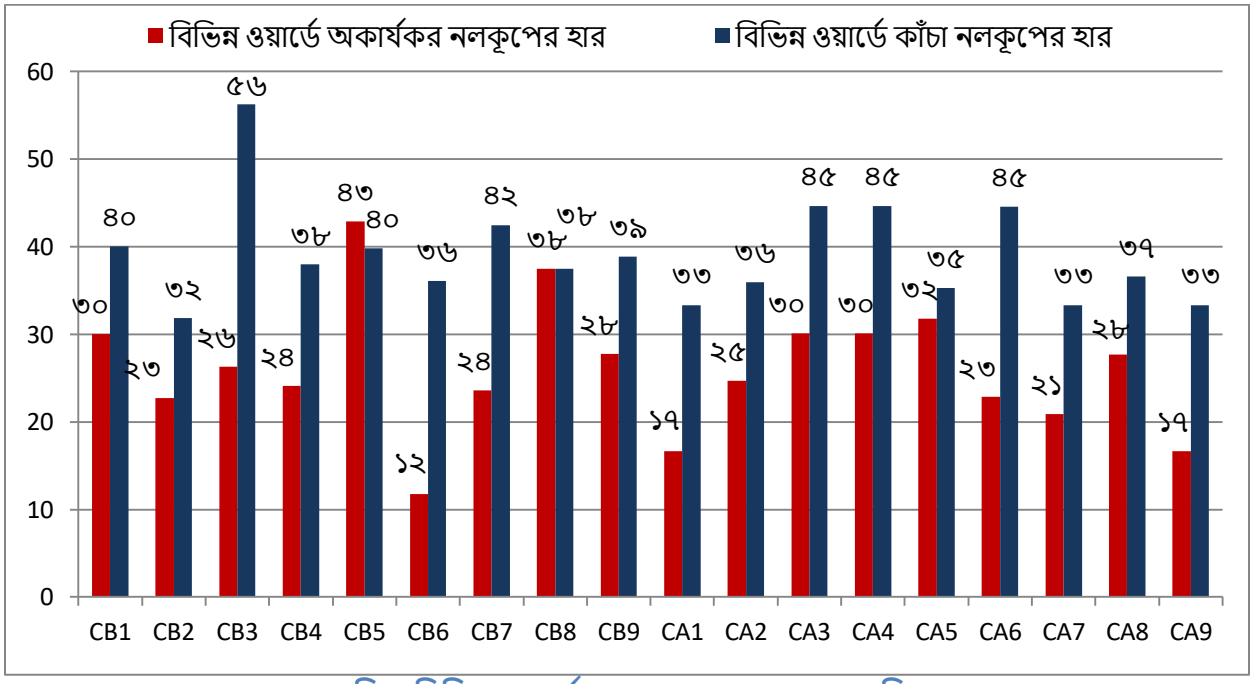

ছবি ৫:বিভিন্ন ওয়ার্ডের নলকূপের তুলনামূলক চিত্র

সামাজিক মানচিত্র ও পরীবিক্ষন

সোশ্যাল ম্যাপ বা সামাজিক মানচিত্র ব্যবহার করে নজরদারি করা সিএসও এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মাধ্যমে সেবার মান যাচাই ও নিয়মিত উন্নয়ন পরীবিক্ষনের একটি কার্যকর উপায়। একটি সামাজিক মানচিত্র পানি এবং স্যানিটেশন সেবার মান বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকারকে যথাযথ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করতে পারে। পাশাপাশি এর মধ্যে স্থানীয়রা সরাসরি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে যা এ ধরনের সেবায় স্থানীয়দের যৌথ অংশিদারিত্ব তৈরিতে সহায়ক।

সামাজিক মানচিত্র গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে ওই স্থানের নাগরিক সেবার মান, এর পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষনের ধরন, সম্পদ বরাদ্দ বা সচেতনতা তৈরির গুরুত্ব বোঝা যায়। এর ফলে স্থানীয় অধিবাসীরা বা স্থানীয় সরকার, দুইই উপকৃত হয়। পাশাপাশি, এ তথ্য বিশ্লেষন থেকে ওই অঞ্চলের পানি সম্পদের ধরন, ব্যবহার ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা বোঝা যায়। বাংলাদেশে ওয়াটারশেডের এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ওয়াটার এইড এবং স্থানীয় পর্যায়ে ডর্প কাজ করছে।